৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 APR 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

এসএসসি পরীক্ষা

নানা ধরনের উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে গত বৃহস্পতিবার হইতে শুরু হইয়াছে এই বৎসরের এসএসসি পরীক্ষা। এখন ইহা আর কাহারও অজানা নাই যে, মামলা-মোকদ্দমা, হরতাল, ভাংচুর ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যপটের খবরের মধ্যেই পরীক্ষার যাত্রা শুরু। রেজিষ্ট্রেশনের ঘাপলায় যশোর বোর্ডে প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারিতেছে না। খবরে প্রকাশ, যাহারা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিতেছে না; তাহারা মিটিং-মিছিল ও হরতালের মাধ্যমে পরীক্ষা বানচালে কোমর বাঁধিয়াছে। বোমা ফেলা হইয়াছে বোর্ডের চেয়ারম্যানের বাসায়। অনেক প্রধান শিক্ষক গা ঢাকা দিয়াছেন বলিয়াও খবর আছে। কুমিল্লা বোর্ডেও ধরা পড়িয়াছে ভুয়া রেজিষ্ট্রেশনের ঘটনা। ফলে সেই বোর্ডেও পরীক্ষা দিতে পারিতেছে না প্রায় দেড় হাজার পরীক্ষার্থী।

ভুয়া রেজিষ্ট্রেশন যে দুর্নীতির পরিণাম, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। বৃটিশ আমলে শিক্ষা ও ডাক বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত ছিল বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন গোটা শিক্ষা ব্যবস্থারই পরতে পরতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে দুর্নীতির অভিশাপ। ভুয়া রেজিষ্ট্রেশন তাহারই প্রত্যক্ষ পরিণতি। জানা যায় যে, এবারই নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি শেষ সুযোগ। পরের বৎসর হইতেই উঠিয়া যাইতেছে নির্ধারিত 'প্রশ্ন ব্যাংক'। অভিযোগ, সুযোগের সন্ধানে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর অনেক ছাত্রও এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতেছে। ভুয়া রেজিষ্ট্রেশনের বিষয়টি প্রধানতঃ তাহাদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। বলা হইতেছে, মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে একশ্রেণীর শিক্ষক ও বোর্ড কর্মচারী এই অনিয়মের হোতা। কিন্তু বিষয়টি ফাঁস হইয়া যাওয়ায় এখন ফ্যাসাদ বাঁধিয়াছে। তদন্ত কমিটি করিয়াও বিষয়টির সুরাহা হয় নাই। ছাত্র ও অভিভাবকদের বক্তব্য, টাকা দিয়াছি, ফিস দিয়াছি, এখন পরীক্ষা কেন নয়? ফলে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলাও ঠোকা হইয়াছে।

এসএসসি পরীক্ষায় এবার কতকগুলি নূতন নিয়ম চালু হইয়াছে। অন্যান্যবারের মত পুলিশ প্রহরাসহ কেন্দ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি ছাড়াও এবার নকল প্রতিরোধের অভিনব ব্যবস্থাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের সময়েই নকল সার্চ করা হইবে। ইহার পরও কেউ নকল করিলে 'নীরব বহিষ্কারের' ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, এবারে কম্পিউটারের মাধ্যমে ৯০ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হইবে। সেশনজটের যন্ত্রণায় অস্থির ছাত্র ও অভিভাবকদের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে সুখবর। কিন্তু ইতিপূর্বে কম্পিউটার ব্যবস্থার ফলাফলে যে ধরনের তাজ্জব কাণ্ডকারখানার অবতারণা হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই স্মরণে আছে। অনেকেই ভুলিয়া যান নাই যে, মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্র ফেল করিয়াছিল। আমাদের বিদ্যুৎ বিলও এখন আসে কম্পিউটারে। বিল আসে অনেক সময় অবিশ্বাস্য ধরনের। ইহা লইয়া পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখিও হইয়াছে। তবে ওয়াকেবহাল মহলের মতে দোষ কম্পিউটারের নয়; প্রধানতঃ টেকনিশিয়ানদের। 'ম্যান বিহাইণ্ড দি মেশিন'-ই হইল বড় কথা। যাক, কম্পিউটারের ফলাফলে আর কোন অপ্রত্যাশিত 'বিষয়' স্থান পাইবে না বলিয়াই আমাদের ভরসা।